সমকাল

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

চবির বাণিজ্য অনুষদ

'অভিনব' প্রশ্ন জালিয়াতি

চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) বাণিজ্য অনুষদের (বিজ্ঞান শাখা) ভর্তি পরীক্ষায় 'অভিনব পন্থায়' প্রশ্ন জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অনুষদটির ফল প্রকাশের পর এ অভিযোগের বিষয়টি আরও দৃঢ় হয়। কারণ, ঘোষিত ফলে ১২০ নম্বরের মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে ১১৮.৯৯ নম্বরও পান কোনো কোনো শিক্ষার্থী। এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ অনুষদের প্রশ্নপত্র জালিয়াতির ব্যাপারে অভিযোগ করেন কিছু শিক্ষার্থী। তারা জানান, এমসিকিউর

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

'অভিনব' প্রশ্ন জালিয়াতি

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

সম্ভাব্য পাঁচটি উত্তরের মধ্যে সঠিক উত্তরটি তুলনামূলকভাবে ঝাপসা ছিল। ভর্তিচ্ছুরা বলছেন, ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে বেশিরভাগই এমন ঝাপসা করে দেওয়া ছিল সঠিক উত্তরটি। সাংকেতিক বিষয়টি হয়তো কয়েক শিক্ষার্থীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল জালিয়াত চক্র। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও বিষয়টি স্বীকার করেনি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'আমাদের কাছে এখনও এ ধরনের কোনো অভিযোগ আসেনি। তবে বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। যদি অভিযোগটি সত্য হয়, তবে এ ব্যাপারে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'পরীক্ষা কমিটির সঙ্গে বৈঠকে প্রশ্নপত্র আমরা দেখেছি। এতে উত্তর ঝাপসা করে দেওয়ার মতো কিছু আমাদের কাছে এখনও প্রতীয়মান হয়নি। তবুও আমরা ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আবার যাচাই করে দেখব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করার জন্য কোনো চক্র লিপ্ত আছে কি-না তাও যাচাই করে দেখা হবে।'

মো. হাকিম ও ফারজানা রহমান এ অনুষদে পরীক্ষা দিয়েছেন। তারা বলেন, 'প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তরের অপশনটি একটু ঝাপসা। প্রথমে খেয়ালই করিনি। পরীক্ষার পর একটু ভালোভাবে খেয়াল করলে বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। এটি কোনো সাধারণ ভুল হতে পারে না। হতে পারে এর মাধ্যমে জালিয়াতি করা হয়েছে। আমরা চাই এ ধরনের ঘটনা যেন ভালোভাবে খতিয়ে দেখা হয়।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় বাণিজ্য অনুষদের ব্যবসায় শিক্ষা শাখার (সি১) ভর্তি পরীক্ষা। পাশাপাশি বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার (সি২-৩) ভর্তি পরীক্ষা। সি৩ ইউনিটে ১৩৪টি আসনের বিপরীতে ৫ হাজার ৭৮৫ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে পাস করেছেন ১৩৮ জন। যেখানে মোট ১০০ নম্বরের এবং ২০ নম্বরের জিপিএসহ প্রথম স্থান অধিকারী পেয়েছেন ১১৮.৯৯ এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পেয়েছেন ১১৫.১৬।